অধ্যায় ৮ : আধুনিক বাংলা উপন্যাসপাঠ -২

বিন্যাসক্রম

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৮.২ পরিচিতি
৮.৩ 'চতুরঙ্গ' : কালগত পটভূমি ও সমাজজীবন
৮.৪ চতুরঙ্গ : নামকরণ
৮.৫ অধ্যায় সংক্ষেপ
৮.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৮.৭ অতিরিক্ত পঠন
৮.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৮.৯ আর্দশ প্রশ্নাবলি

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় অধ্যয়ন করে আপনি—

- 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের কালগত পটভূমি ও সমাজজীবনের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নামকরণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অবগত হবেন এবং সেই সূত্রে শেষাংশে থাকা প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর লিখতে সক্ষম হবেন।

৮.২ পরিচিতি

'চতুরঙ্গ' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সর্বাঙ্গীন আধুনিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। 'চতুরঙ্গ' কাহিনি প্রধান উপন্যাস নয়। পাত্র-পাত্রীর inner reality-এর উদ্ঘাটন উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। সমগ্র কাহিনি ও চরিত্রকে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাই বলে তৎকালীন সমাজজীবনের পরিচয় উপন্যাসে দুর্লক্ষ নয়, অথচ 'চতুরঙ্গে'র আলোচনায় বিদগ্ধ সমালোচকদের অধিকাংশই এ বিষয়ে নিরুচ্চার থাকেন। বর্তমান অধ্যায়ে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে বিবৃত সমাজজীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এই অধ্যায়ে 'চতুরঙ্গে'র নামকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

৮.৩ চতুরঙ্গ : কালগত পটভূমি ও সমাজজীবন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের গঠনকৌশল সম্পর্কে আলোচনা সূত্রে আমরা বলেছি যে 'চতুরঙ্গ' প্রচলিত ধারা উপন্যাস নয়। কাহিনির ঘনঘটা উপন্যাসে নেই। 'চতুরঙ্গ' প্রধান পাত্র-পাত্রীর আত্মানুসন্ধানের কাহিনি। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে কর্ম নিয়ে বিস্তর পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। Inner reality- র সন্ধান ও উন্মোচন উপন্যাসের মূল বিষয় বলে উপন্যাসটিতে প্রথাসিদ্ধ আদি-মধ্য-অন্ত নেই, নিটোল উপসংহার নেই। উপন্যাসের ভাষা হয়েছে সংকেতধর্মী। প্রচলিত ধারার উপন্যাসে সমাজজীবনের যে অনুপুঙ্খ বর্ণনা থাকে, স্বাভাবিক কারণেই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে তা নেই। আবার সমাজজীবনের যতটুকু পরিচয় উপন্যাসে রয়েছে, আশ্চর্যজনকভাবে অধিকাংশ সমালোচকই সে বিষয়ে নিরুচ্চার থেকেছেন। অথচ 'চতুরঙ্গে'র মতো মননপ্রধান, বুদ্ধিগ্রাহ্য, সংকেতধর্মী উপন্যাসের মর্মোদঘাটনের জন্য এই বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করা জরুরি বলে আমরা মনে করি।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের কালগত পটভূমিকে অনুধাবন করতে পারলে আমরা তৎকালীন সমাজজীবনের একটা পরিচয় পেতে পারি। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় 'চতুরঙ্গ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। ১৯১৪ সালটি বাংলা সাহিত্যের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় এবং বাঙালি-মননকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'সবুজপত্র' পত্রিকা। মহাযুদ্ধের আগুন কম-বেশি সবকটি দেশকেই দগ্ধ করেছিল। ১৯১৪ সাল ভারতর্ষ তথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনকে নানাভাবে আলোড়িত করে। যুদ্ধোত্তর কালে জাতীয় জীবনে নানা বিপর্যয় ও আন্দোলনের ফলে বাংলার যুবসমাজ অশান্ত হয়ে উঠে। সংশয়, হতাশা, ক্লান্তি, নৈরাশ্য শিক্ষিত বাঙালি-সমাজকে আক্রান্ত করে। এখানে আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনারও উল্লেখ করতে হবে, সেটা হল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১২), যার রেশ নিশ্চিতভাবেই ১৯১৪ সাল অবধি কার্যকরী ছিল। বাঙালি মন ও মননের ওপর এই ঐতিহাসিক ঘটনাটির প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার পক্ষেও ১৯১৪ সালটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯১২ সালের ২৪শে মে থেকে ১৯১৩ সালের ৬ই অক্টোবর—প্রায় দেড় বছর রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। সমগ্র বিশ্ব তখন অগ্নিগর্ভ। যুদ্ধবাজ জাতির রণহুংকারে লাঞ্ছিত মানবাত্মার ক্রন্দনে ব্যথাতুর কবি বলেছিলেন – "স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আবৃত হয়ে... মরেছে মানুষ—বাঁচাও তাকে।... বিনাশ থেকে রক্ষা করো।" (মা মা হিংসী : ২০ শ্রাবণ, ১৩২১) যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি, কিন্তু বিশ্বাকাশে যুদ্ধের কালো মেঘ জমতে দেখেছেন কবি। দেশে ফিরে কবি চোখের সামনে এক উদভ্রান্ত, দিশাহীন যুবসমাজকে দেখতে পেলেন। স্বদেশি আন্দোলনের আদর্শে ও প্রভাবে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, সবশ্রেণির মানুষের মধ্যে নবভাবের যে জোয়ার আসে, যা দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে একটি অর্থবহ মাত্রা দেয়, বঙ্গভঙ্গ রহিত হবার পর কালে সেই উদ্দীপনা, প্রাণচাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে গেল। ১৯১১ থেকে ১৯২১- এর মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিক যুবমানসে বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেল। বেঁচে থাকার উদ্যম ও উৎসাহ তলানিতে এসে ঠেকল। নিজেদের মেধা-মনন, চিন্তাধারার সঙ্গে ক্ষয়িত বাস্তবকে না পেয়ে যুবসমাজ নিরুৎসাহ হয়েছে, দিশাহারা হয়েছে। ধু ধু উত্তপ্ত মরুভূমিতে তারা কোনও মরুদ্যানের সন্ধান পায়নি। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই সময়কালে, ১৯১৬ সালে লেখা হয় 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি। উপন্যাসের নায়ক শচীশ এই সময়কার, নিরুদ্যম উদভ্রান্ত শিক্ষিত যুবসমাজের

বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র জগমোহন জ্যাঠামশাই। ঈশ্বর ও ধর্মে জ্যাঠামশাইয়ের আস্থা ছিল না। তিনি সমাজের নিপীড়িত প্রান্তিকায়িত মানুষদের সেবাযত্ন করতেন, সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়াতেন। প্লেগ রোগীর সেবা করতে দ্বিধা করেননি জ্যাঠামশাই এবং শেষে প্লেগ রোগীর সেবা করতে গিয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হিসেব করলে সময়কালটা দাঁড়ায় ১৮৯৯। তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের মুখ্য ঘটনাকাল ১৮৯৯ সালের ধারে কাছে মোটামুটি এক দশকের সীমায় বাঁধা।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, 'চতুরঙ্গ' গতানুগতিক ধারার উপন্যাস নয়। বিবরণধর্মীতার বিপরীতে উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর আত্মোপলব্ধিই প্রাধান্য পেয়েছে। তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালি যুবসমাজের হৃদয়যন্ত্রণা উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

শচীশের পিতা হরিমোহনের চরিত্রটির বিস্তৃত বর্ণনা উপন্যাসে নেই। কিন্তু হরিমোহন ও জগমোহনের দ্বৈরথে তৎকালীন সমাজের একটি বাস্তব ছবি ধরা পড়েছে। আত্মকেন্দ্রিক, দাম্ভিক হরিমোহন পুরোনো সমাজের পচা-গলা সিস্টেমকে প্রাণপণ ধরে রাখতে চেয়েছেন। শ্রেণি-বৈষম্য এবং পুরুষতন্ত্রের পঙ্কিলতায় ডুবে থাকা হরিমোহনের বিপরীত মেরুতে ছিলেন নাস্তিক জ্যাঠামশাই। দুই বিপরীত আদর্শের দ্বৈরথ তৎকালীন সমাজের বিশ্বস্ত ছবি তুলে ধরেছে। যাইহোক, জ্যাঠামশাই আর শচীশের মতো পজিটিভিজমের দীক্ষা নেওয়া শিক্ষিত লোকেরা হরিমোহনের সমাজ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন বটে কিন্তু নতুন কোনও জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে পারেননি। নতুন কোনও আলোকোজ্জ্বল জীবনের সন্ধান শিক্ষিত যুবসমাজকে দিতে পারেননি। তাছাড়া শুধু যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে যে জীবনের সব রহস্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, একথাও তারা বুঝতে পারেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই ছিল নাস্তিক্যের পরিণতি। যুবসমাজের অনেকেই যখন কোথাও স্থির হতে পারল না, স্থিত হতে পারল না তখন তারা ধর্মের পথে পা বাড়াল।

লীলানন্দস্বামীর মতো ভণ্ড ধর্মগুরুরা যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। বিভ্রান্ত যুবসমাজকে দলে টেনে নিতে তাদের কোনও অসুবিধেই হল না। ভক্তিরসে তারা এমন বুঁদ হয়ে গেল যে লীলীনন্দস্বামীর মতো ধর্মগুরুদের ভণ্ডামি, কপটতা, অন্তঃসারশূন্যতা তাদের চোখেই পড়ল না। শচীশ এই যুবসমাজের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি।

উপন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র দামিনী। দামিনী শচীশের মতো অরূপের উপাসক নয়, সে সাধারণ নারী। রবীন্দ্রনাথ দামিনীর মধ্যে বিদ্রোহের আগুন দেখিয়েছেন, দামিনীর কামনা-বাসনাকে দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন করেছেন কিন্তু পরিণতিতে দামিনীকে প্রতীকী করে তুললেন। আমরা জানি পাশ্চাত্যের নারীমুক্তি আন্দোলনকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনেও, বিধবা নারীকে পুত্রবধূর মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু দামিনীর বাস্তব পুনর্বাসন তিনি দেখাতে পারেননি, তৎকালীন হিন্দু সমাজের চোখ রাঙানির ভয়ে। সমালোচক জয়ন্তকুমার ঘোষাল তাঁর 'বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা' গ্রন্থে প্রসঙ্গে আলোচনা কালে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'চোখের বালি'র বিধবা বিনোদিনীকে গোঁড়া হিন্দুসমাজের ভয়েই কাশীতে পাঠিয়েছিলেন ঔপন্যাসিক। 'চতুরঙ্গে' বিধবা দামিনীকে শ্রীবিলাসের সঙ্গে বিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে দামিনীর মৃত্যুও ঘটালেন। দামিনী-শ্রীবিলাসের

সংক্ষিপ্ত দাম্পত্যের বর্ণনাকেও এড়িয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। এতদ্বারা তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থাটাকে বুঝে নিতে আমাদের খুব অসুবিধা হয় না।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। ১৯১৪ সালটি রবীন্দ্রজীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৮.৪ নামকরণ

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। 'পরিচয়' পত্রিকায় উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। স্বয়ং উপন্যাসকার বলেছিলেন— "এই বইখানির নাম 'চতুরঙ্গ'। 'জ্যাঠামশাই', 'শচীশ', 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' ইহার চারি অংশ।" এই মন্তব্যে উপন্যাসটির চারটি অধ্যায়ের কেন্দ্রগত ঐক্যের কথাই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এই ঐক্য আদৌ রয়েছে কি না এ নিয়ে সমালোচকমহল বারবার দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর শচীশ হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে যায়। দু-বছর পর তাকে পাওয়া গেল চট্টগ্রামের কোনও এক অঞ্চলে ভণ্ড ধর্মগুরু লীলানন্দস্বামীর আশ্রমে। যুক্তিবাদের পথ থেকে সরে এসে লীলানন্দস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সে ভক্তিরসে ডুবে আছে। মূল কাহিনির সঙ্গে 'ভূমিকা' অংশের সংযোগ নেই বলে কেউ কেউ মনে করেছেন। কিন্তু আমরা তা মনে করি না। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে জ্যাঠামশাইয়ের নীরস নাস্তিক্যবাদ ও বুদ্ধিচর্চা শচীশকে কোনও গভীর জীবনাদর্শে স্থিত করতে পারেনি বলেই জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু শচীশের মতো ভাবুকদের লীলানন্দস্বামীর মতো ধর্ম-ব্যবসায়ীরা সহজে নিজের দলে টেনে নিতে পেরেছে। উপন্যাসের প্রথম পর্বটিকে যদি 'ভূমিকা' বলে গ্রহণ করা যায় তাহলে 'শ্রীবিলাস' নামক শেষ পর্বটিকে কাহিনির পরিশিষ্ট বলা যায়। 'চতুরঙ্গে'র আসল কাহিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ 'শচীশ' ও 'দামিনী' অংশ। 'জ্যাঠামশাই' অংশ মূল কাহিনির পূর্বাভাস আর 'শ্রীবিলাস' অংশ পরিসমাপ্তি। সুতরাং, 'চতুরঙ্গে'র চারটি অংশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন তো নয়ই বরং অংশগুলির মধ্যে নিবিড় ঐক্য রয়েছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে ঐক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নামকরণের যথার্থতাকে এই দিক থেকে বিচার করতে হবে। অধ্যাপক-সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন, উপন্যাসের চারটি অংশের জন্য উপন্যাসের নাম 'চতুরঙ্গ' এমনটি মনে করলে উপন্যাসের প্রতি অবিচার করা হয়। তাঁর মতে, উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র-শচীশ ও দামিনীর জীবনের পর্যায়গুলিকে উপলব্ধি করতে পারলে নামকরণের তাৎপর্য অনুধাবন করা যাবে। এ বিচারে পূর্ববর্তী অধ্যায় প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি যে, শচীশের জীবনে চারটি পর্যায় রয়েছে—জ্যাঠামশাই, লীলানন্দস্বামী, দামিনী ও সর্বোত্তীর্ণ অবস্থা। দামিনীর জীবনেও রয়েছে চারটি পর্যায়—গুরু লীলানন্দস্বামী, গুরু-বিদ্রোহ, শচীশ ও শ্রীবিলাস। আত্মানুসন্ধানরত প্রধান চরিত্র দুটি জীবনের চারটি ছকে ঘুরে বেড়িয়েছে। সুতরাং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরাও একমত যে, 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটির নামকরণকে এই দিক থেকে বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত।

'চতুরঙ্গে'র নামকরণ প্রসঙ্গে আরেক সমালোচক সুকুমার সেনের বক্তব্যও আমরা এবার জেনে নেব। শ্রী সেন চতুরঙ্গের নামকরণকে দামিনীর দিক থকে বিচার করেছেন। তিনি বলেছেন—

'চতুরঙ্গ' নামের আরও একটি অর্থ আছে দামিনী ও শচীশের দিক দিয়া। তাহার স্বামী শিবতোষ, শিবতোষের গুরু লীলানন্দ, এবং লীলানন্দের শিষ্য শচীশ এই তিনজনের কাছে দামিনী 'চতুরঙ্গ'-এর (দশ পঁচিশে) ঘুঁটির মতো এধার-ওধার করিয়া অবশেষে শ্রীবিলাসের ঘরে আশ্রয় পাইল। শচীশের চিত্ত রস ও রূপ এবং রূপও অরূপের মধ্যে দোল খাইতে খাইতে অবশেষে মুক্তির নির্দেশ পাইয়াছিল।

আমরা লক্ষ করব, উপন্যাসে, দামিনী একবার সক্ষোভে বলেছে—"আমি কি তোমাদের দশ-পঁচিশের ঘুঁটি ?" তথাপি এই দিক থেকে উপন্যাসের নামকরণকে বিচার করতে গেলে দামিনীকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলতে হয়, কিন্তু একথা তর্কহীনভাবে বলা যেতে পারে যে, দামিনী উপন্যাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র হলেও উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কিন্তু শচীশ। শচীশের চরিত্রকে ব্যাখ্যা করার জন্য অন্যান্য সব চরিত্র ও ঘটনাবলির আয়োজন। সুতরাং দামিনীর দিক থেকে উপন্যাসের নামকরণ বিচার যুক্তিসঙ্গত নয়। বরং উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রী জীবনের চারটি ছকে ঘুরে বেড়ানোর দিক থেকেই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নামকরণকে বিচার করতে হবে বলে আমরা মনে করি।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। দামিনী চরিত্রের দিক থেকে চতুরঙ্গ উপন্যাসের নামকরণের যথার্থতা বিচার করা কতটা যুক্তিসঙ্গত সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

আসুন জেনে নিই

রবীন্দ্রনাথের 'সবুজপত্র' পর্বের উপন্যাসে কাহিনির প্রাচুর্য চোখে পড়ে। 'চতুরঙ্গ' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমনকি, প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির একটি স্তর থেকে আরেক স্তরে যাওয়ার ফাঁকটুকুও লেখক স্পষ্ট করেন না। পরবর্তীকালে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসেও এমনটি দেখা যায়। 'শেষের কবিতা'র 'কেটি মিত্র' চরিত্রের আকস্মিক পরিবর্তনেও আমাদের লক্ষ করতে হবে।

৮.৫ অধ্যায় সংক্ষেপ

১৯১৪ সাল বাংলা সাহিত্যের জন্য এবং রবীন্দ্র শিল্পী-মানসের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় এবং 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

তৎকালীন প্রাণচাঞ্চল্যহীন, নিরুদ্যম, বিভ্রান্ত, শিক্ষিত নাগরিক যুবসমাজের প্রতিনিধি 'চতুরঙ্গে'র নায়ক শচীশ।

উনিশ শতকের শেষভাগে এবং বিশ শতকের গোড়ায় শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির নীরস বুদ্ধিচর্চা ও নাস্তিক্যের শোকাবহ পরিণতি 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আমরা মনে করি, উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রী জীবনের যে চারটি পর্যায়ে ঘোরাফেরা করেছে এদিক থেকেই নামকরণের যথার্থ বিচার।

৮.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের কালগত পটভূমি ও সমাজজীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।
- 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নামকরণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অবগত হবেন এবং সেই সূত্রে শেষাংশে থাকা প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর লিখতে সক্ষম হয়েছেন।

৮.৭ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (আগস্ট,২০১৭); কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা; কলকাতা: তুলসীপ্রকাশন
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার(২০১৬-২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- মিশ্র অশোককুমার(২০১৯); উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ; কলকাতা : দে'জ
- মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার (২০১৪); কালের প্রতিমা; কলকাতা: দে'জ
- মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার (২০১৯); মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে; কলকাতা: দে'জ
- রায়চৌধুরী গোপিকানাথ (২০১৯); রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প; কলকাতা : দে'জ
- রায়চৌধুরী গোপিকানাথ (২০১৯); রবীন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্য : নানা দর্পণে; কলকাতা : দে'জ

৮.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার পক্ষেও ১৯১৪ সালটি বিশেষভাবে তাৎপর্য পূর্ণ।... চতুরঙ্গ উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৮৯৯ সালের ধারে কাছে মোটামুটি এক দশকের সীমায় বাঁধা। এই অংশ থেকে উপযুক্ত তথ্যসহ উত্তরটি তৈরি করুন। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (৮.৩ অংশ দ্রষ্টব্য)

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: চতুরঙ্গের নামকরণ প্রসঙ্গে আরেক সমালোচক সুকুমার সেনের বক্তব্যও আমরা মেনেব।... দামিনীর দিক থেকে উপন্যাসের নামকরণ বিচার যুক্তিযুক্ত নয়। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন। (৮.৪ অংশ দ্রষ্টব্য)

⑦ ৮.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে তৎকালীন সমাজজীবনের যে পরিচয় রয়েছে তা আলোচনা করুন।

২। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের কালগত পটভূমি সম্পর্কে আপনার মতামত যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

৩। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটিকে অনুধাবন করার জন্য উপন্যাসটির কালগত পটভূমি জানা কতটা জরুরি বলে আপনি মনে করেন ? যুক্তিসহ আপনার মতামত বিশ্লেষণ করুন।

৪। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নামকরণ যথার্থ হয়েছে কি ? আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

৫। 'চতুরঙ্গ' নামের আরও একটি অর্থ আছে দামিনী ও শচীশের দিক দিয়া। তাহার স্বামী শিবতোষ, শিবতোষের গুরু লীলানন্দ, এবং লীলানন্দের শিষ্য শচীশ এই তিনজনের কাছে দামিনী 'চতুরঙ্গ'-এর (দশ পঁচিশ) খুঁটির মতো এধার-ওধার করিয়া অবশেষে শ্রীবিলাসের ঘরে আশ্রয় পাইল।" 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নামকরণ প্রসঙ্গে এই মতটি কতটা গ্রহণযোগ্য আলোচনা করুন।

*** *** ***